বাণিজ্য সংবাদ

অন্য সুর বাজাজের

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : অটোমোবাইল শিল্পে সংকটের জন্য শুধু আর্থিক মন্দাকেই দায়ী করছেন না বাজাজ অটোর ম্যানেজিং ডিরেক্টর রাজীব বাজাজ। তিনি মনে করেন বাড়তি উৎপাদন সংকটের অন্যতম কারণ। অন্যদিকে, গাড়িনির্মাতারা সংকটের মোকাবিলায় জিএসটির হার কমানোর দাবি জানিয়েছেন। ২০ সেপ্টেম্বর জিএসটি কাউন্সিলের বৈঠকে ওই বিষয় নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা রয়েছে। রাজীব বাজাজের বক্তব্য, ‘কোনো শিল্পেই ধারাবাহিক বিকাশ সম্ভব নয়। সবসময় পরিস্থিতি অনুযায়ী সিদ্ধান্ত নিতে হয়। উৎপাদন যদি আন্তর্জাতিক মানের হয় তাহলে একটি বাজারে মন্দা দেখা দিলে অন্য বাজারের উপর ভরসা করা যায়।

নেটফ্লিক্স-করণ চুক্তি

মুম্বই, ১১ সেপ্টেম্বর : এবার নেটফ্লিক্সের জন্য কনটেন্ট তৈরি করবেন করণ জোহর। এ ব্যাপারে তাঁর কোম্পানি ধর্মাটিক এনটারটেনমেন্টের সঙ্গে নেটফ্লিক্সের চুক্তি হয়েছে। এই চুক্তি অনুযায়ী করণ জোহরের কোম্পানি শুধু নেটফ্লিক্সের জন্য ফিকশন, নন ফিকশন সিরিজ তৈরি করবে। করণ জোহর বলেছেন, ‘এর আগে লাস্ট স্টোরিজ তৈরির সময়ে আমরা একসঙ্গে কাজ করেছি। এখন নতুন করে বোঝাপড়া হয়েছে।’ ভারতের বাজারের জন্য এটাই নেটফ্লিক্সের সবথেকে বড়ো ব্যবসায়িক চুক্তি। এর আগে করণ জোহরের কোম্পানি শাহরুখ খানের রেড চিলিজ এনটারটেনমেন্ট ফিল্ম ও ওয়েব সিরিজের জন্য চুক্তিবদ্ধ হয়েছিল। এছাড়া আমির খান প্রোডাকশনসের সঙ্গেও চুক্তি হয়েছিল করণ জোহরের কোম্পানির। ভারতে এখন নেটফ্লিক্সের গ্রাহকের সংখ্যা ১২ লক্ষের বেশি। ১৯০টি দেশে তাদের গ্রাহকের সংখ্যা ১৫ কোটি ১০ লক্ষের কাছাকাছি।

অসমে বিনিয়োগ

গুয়াহাটি, ১১ সেপ্টেম্বর : অসমে গ্যাস ও তেল উত্তোলনে ১৩ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ করবে ওএনজিসি। এই জন্য আগামী পাঁচ বছরে ২২০টি কূপ খননের পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। ইতিমধ্যে ওএনজিসি ও অসম সরকার সমঝোতা পত্রে সই করেছে। প্রধানমন্ত্রীর লক্ষ্য, ২০২২ সালের মধ্যে তেলের আমদানি অন্তত ১০ শতাংশ কমানো। সেই লক্ষ্যেই ওএনজিসি-র এই পরিকল্পনা।

বিক্রি কমেছে

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : গত মাসে বিশ্ব বাজারে গাড়ির হোলসেল বিক্রি অন্তত ৩২ শতাংশ কমেছে বলে টাটা মোটরস জানিয়েছে। টাটা ব্র্যান্ডের বাণিজ্যিক ও যাত্রীবাহী গাড়ি এবং জাগুয়ার ল্যান্ডরোভার এই তালিকায় রয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে গত মাসেই টাটা মোটরস সবথেকে কম গাড়ি বিক্রি করেছে। ভারতে অটোমোবাইল শিল্পে মন্দার কারণে বাণিজ্যিক ও যাত্রীবাহী গাড়ির বিক্রি কমেছে। অন্যদিকে, চিন ও ইউরোপের বাজারে জাগুয়ার ল্যান্ডরোভার ভালো সাড়া পায়নি। ব্রেক্সিট ঘিরে ব্রিটেনে অনিশ্চয়তা জাগুয়ার ল্যান্ডরোভারের ব্যবসায় প্রভাব ফেলেছে।

পাক অধিকৃত কাশ্মীরে আল-বদরের জঙ্গি প্রশিক্ষণ

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর : আল-বদর জঙ্গি গোষ্ঠীও ভারতে সক্রিয় হচ্ছে বলে সতর্কতা জারি করল কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তর। ওই সূত্রে জানানো হয়েছে, পাক প্রশাসনের মদতে পাক-অধিকৃত কাশ্মীরে তৈরি হচ্ছে জঙ্গিরা। কাশ্মীর উপত্যকায় আত্মঘাতী হামলার উদ্দেশ্যে গত মে মাস থেকে বাছাই করা ৪৫ জন আল-বদর জঙ্গিকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে পাকিস্তানের খাইবার পাখতুনখোয়ায়। যে এলাকায় এই প্রশিক্ষণ চলছে, সেটা কাশ্মীর উপত্যকার পশ্চিমে ১০০ কিলোমিটারের মধ্যে। এই বার্তা পাওয়ার পর পাক সীমান্তে নজরদারি বাড়িয়েছে ভারতীয় সেনা।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের একটি সূত্র জানিয়েছে, পাকিস্তানের মদতপুষ্ট লস্কর-ই- তৈবা বা জইশ-ই-মহম্মদের মতো সন্ত্রাসবাদী গোষ্ঠীগুলি তো নিয়মিতভাবে নবাগত জঙ্গিদের শিখিয়ে-পড়িয়ে নেওয়ার কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এবার সেই তালিকায় যুক্ত হয়েছে আল-বদর জঙ্গিরাও। তারা দলে নতুন যোগ দেওয়া তরুণদের অস্ত্র ও অন্যান্য প্রশিক্ষণ দিচ্ছে খাইবার পাখতুনখোয়ার মানশেরায়। লস্কর বা জইশের মতো তত পরিচিত না হলেও কাশ্মীর উপত্যকায় আল-বদর জঙ্গিরা বেশ কিছুদিন ধরে সক্রিয়। পুলিশকর্মীদের পরিবারগুলিকে সামাজিকভাবে একঘরে করতে সম্প্রতি শ্রীনগরের লালচকে এই আল-বদরের সমর্থকরা পোস্টার মেরেছিল। পুলিশকর্মীদের পরিবারের লোকজনের সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে নিষেধ করেও তারা হুঁশিয়ারি দিয়েছিল সাধারণ মানুষকে। কেন্দ্রীয় গোয়েন্দা দপ্তরের সূত্র অনুযায়ী, পাকিস্তানের প্রত্যক্ষ মদতে নর্থ-ওয়েস্ট ফ্রন্টিয়ার প্রভিন্সের মানশেরা এবং পাক-অধিকৃত কাশ্মীরের কোটলি ও মুজফ্‌ফরাবাদে জঙ্গি প্রশিক্ষণ

ভারতে হামলার পরিকল্পনা কার্যকর করতে জোর প্রস্তুতি

শিবির বানিয়েছে আল-বদর। সেখানেই ভারতে হামলা চালানোর কর্মসূচি সামনে রেখে শিক্ষানবিশ জঙ্গিদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হচ্ছে। নতুন জঙ্গিদের সম্ভবত আফগানিস্তান থেকে জুটিয়ে আনা হয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে। লস্করের সঙ্গে হাত মিলিয়ে ভারতে আত্মঘাতী হামলার ছক কষেছে আল-বদরের নেতারা।

কেন্দ্রীয় গোয়েন্দারা জানিয়েছেন, পাকিস্তানের মদতে আল-বদর গোষ্ঠীটি কয়েক বছর আগে তৈরি হয়েছিল। সেই সময় তারা ২০০০ তরুণকে দলে শামিল করে প্রশিক্ষণ দেয়। কিন্তু গত কয়েক মাসে নিরাপত্তাবাহিনীর লাগাতার অভিযানে এদের বেশিরভাগকেই নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া সম্ভব হয়েছে। তবে আল-বদর নেতা বখ্‌ত জামিন খানের নেতৃত্বে একটি গোষ্ঠী নতুন করে সক্রিয় হয়ে উঠেছে বলে জানা গিয়েছে। ওই গোষ্ঠীর জনা ৪৫ জঙ্গি লস্কর-ই-তৈবার সঙ্গে মিলে কাশ্মীর উপত্যকায় ঢুকে হামলা চালানোর পরিকল্পনা করেছে।

বুধবার জম্মু-কাশ্মীর পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং দাবি করেন, গত কয়েক মাসে নতুন করে একজন কাশ্মীর তরুণও জঙ্গিদলে যায়নি। সেই কারণেই উপত্যকার আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি ক্রমশ স্বাভাবিক হয়ে আসছে। তবে দিলবাগ সিং স্বীকার করেছেন, ইতিমধ্যে জঙ্গিদের তরফে কাশ্মীরের ফল বিক্রেতাদের হুমকি দেওয়ার কয়েকটি ঘটনার কথা জানা গিয়েছে। ভবিষ্যতে যাতে এমন ঘটনা না ঘটে, তার জন্য গোটা পরিস্থিতি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেবে পুলিশ।

এদিকে, লস্কর-ই-তৈবার প্রচারপত্র ছড়ানোর অভিযোগে মঙ্গলবার জম্মু-কাশ্মীরের সোপোর জেলা থেকে ৮ জনকে গ্রেফতার করা হয়েছিল। তারপর চব্বিশঘণ্টা কাটতে না কাটতেই বুধবার ভোরে সেই সোপোরেই নিরাপত্তাবাহিনীর সঙ্গে গুলির লড়াইয়ে মৃত্যু হল লস্কর জঙ্গি আসিফ মকবুল ভাটের। টুইটে কাশ্মীর পুলিশ জানিয়েছে, সম্প্রতি ফলবিক্রেতাদের ওপর হামলা চালিয়ে একটি পাঁচ বছরের শিশু সহ চারজনকে গুরুতর জখম করেছিল জঙ্গিরা। ওই হামলার মাথা ছিল আসিফ। আসিফের গতিবিধি সম্পর্কে নির্দিষ্ট খবর ছিল পুলিশের কাছে। রাজ্য পুলিশের ডিজি দিলবাগ সিং বলেন, ‘আমরা আসিফকে আটকাতে রাস্তায় ব্যারিকেড তৈরি করেছিলাম। পরিকল্পনামতো তাকে আটক করা হলে সে আমাদের ওপর গুলি চালায়। পালটা গুলিতে তার মৃত্যু হয়েছে।’

কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতা নয়, বার্তা রাষ্ট্রসংঘের

জেনিভা, ১১ সেপ্টেম্বর : রাষ্ট্রসংঘের মানবাধিকার পরিষদের ৪২তম অধিবেশনে জম্মু ও কাশ্মীরের সাংবিধানিক বিশেষ অধিকার প্রত্যাহার নিয়ে ভারত-পাক তুমুল বিতর্কের ঠিক একদিন পরে পাকিস্তানের আশায় জল ঢেলে দিল রাষ্ট্রসংঘ। কাশ্মীর নিয়ে মধ্যস্থতা করবে না বলে জানিয়ে দিল। আলোচনার মধ্যে দিয়েই ভারত ও পাকিস্তানকে কাশ্মীর সমস্যা মেটাতে হবে বলে রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিব আন্তোনিও গুতেরেসের বার্তা বুধবার জানিয়েছেন তাঁর প্রধান মুখপাত্র স্তেফানে দুজারিক। এবিষয়ে রাষ্ট্রসংঘের অবস্থান আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে বলে তিনি উল্লেখ করেন। পাশাপাশি কাশ্মীর নিয়ে দুই পড়শি রাষ্ট্রের মধ্যে সংঘর্ষের সম্ভাবনায় উদ্‌বেগ প্রকাশ করেন তিনি।

কাশ্মীরে মানবাধিকার লঙ্ঘন নিয়ে আন্তর্জাতিক তদন্তের দাবি জানিয়েছিল পাকিস্তান। কাশ্মীরে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে বলে ভারত যা তুলে ধরছে, বাস্তবটা একেবারেই উলটো বলে জানিয়েছিলেন পাক বিদেশমন্ত্রী কুরেশি। ভারতের বক্তব্য ছিল, কাশ্মীর সম্পর্কে প্রতিবেশী দেশ অনর্গল মিথ্যা ধারাভাষ্য দিচ্ছে। দু’তরফের বক্তব্য পালটা বক্তব্যের পর উভয়পক্ষের কাছে পারস্পরিক আলোচনার আবেদন জানিয়েছেন দুজারিক। চলতি মাসের শেষদিকে রাষ্ট্রসংঘের সাধারণ সভার অধিবেশন। সেই সময় কাশ্মীর নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে মধ্যস্থতা করার পরিকল্পনা কি রাষ্ট্রসংঘের মহাসচিবের আছে- এ প্রশ্নের জবাবে গুতেরেসের প্রধান মুখপাত্র বলেন, ‘আপনারা জানেন আমাদের অবস্থান...আগে যা ছিল, এখনও তাই আছে।’

অগাস্টে ফ্রান্সের বায়ারিজে জি-৭ শীর্ষ সম্মেলনের ফাঁকে ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী ইমরান খানের সঙ্গে কথা বলেছিলেন আন্তোনিও গুতেরেস। দুজারিক সেকথা উল্লেখ করে জানান, দু’দেশের শীর্ষ নেতৃত্বকে আলোচনা করেই সমস্যা মেটাতে বলেছিলেন গুতেরেস। রাষ্ট্রসংঘে পাকিস্তানের স্থায়ী প্রতিনিধি মালিহা লোধির অনুরোধে ১০ সেপ্টেম্বর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গুতেরেস। কাশ্মীর প্রসঙ্গে তাঁদের কথা হয়েছে বলে জানান দুজারিক। কাশ্মীর সমস্যার সমাধানে দুই প্রতিবেশী রাষ্ট্র রাষ্ট্রসংঘের মধ্যস্থতা চাইলে এই আন্তর্জাতিক সংগঠন এগিয়ে আসবে বলে জানিয়েছিল রাষ্ট্রসংঘ। ভারত তাতে রাজি নয়। জম্মু ও কাশ্মীর ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং এবিষয়ে তৃতীয় কোনো দেশের মধ্যস্থতা নয়াদিল্লি মানবে না বলে ভারত জানিয়েছে।

উন্নাও নির্যাতিতার শুনানির জন্য এইমসের বাইরে পুলিশ প্রহরা। – পিটিআই

এক সপ্তাহ কেটে গেলেও হারিকেনের দাপটে বিধ্বস্ত বাহামা। এখনও পর্যন্ত ৫০ জনের মৃত্যু হয়েছে। – এএফপি

এইমসে শুনানি, উন্নাওয়ের নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ড

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : হাসপাতালে মামলার শুনানি। নজিরবিহীন ঘটনাটি ঘটল উন্নাওয়ের গণধর্ষণ মামলায়। এজন্য দিল্লির অল ইন্ডিয়া ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সে (এইমস) রাতারাতি তৈরি হল বিশেষ বিচারক ধর্মেশ শর্মার এজলাস। বুধবার এই এজলাসে বয়ান রেকর্ড করা হয় নির্যাতিতার। মামলায় মূল অভিযুক্ত বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার ও তার শাগরেদ শশী সিংকেও এজন্য তিহার জেল থেকে এইমসে নিয়ে আসা হয়।

উন্নাওয়ের গণধর্ষিতা এবং তাঁর আইনজীবী জুলাইয়ে গাড়ি দুর্ঘটনায় মারাত্মকভাবে জখম হওয়ার পর সুপ্রিমকোর্টের নির্দেশে লখনউয়ের হাসপাতাল থেকে তাঁদের এইমসে এনে ভরতি করা হয়েছিল। বিশেষ বিচারক ধর্মেশ শর্মাকে নির্যাতিতার বয়ান রেকর্ডের নির্দেশ দেয় দিল্লি হাইকোর্ট। হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, এইমস চত্বরেই স্ট্রেচারে বিচারকের সামনে তরুণীকে নিয়ে গিয়ে বয়ান রেকর্ড করাতে হবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে।

২০১৭-য় উন্নাওয়ে কুলদীপ সিং সেঙ্গার ও তার দলবলের হাতে এই তরুণী ধর্ষিতা হয়েছিলেন বলে অভিযোগ। উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথের বাসভবনের সামনে তিনি আত্মাহুতির চেষ্টা করার পর সিবিআইকে মামলার তদন্তের দায়িত্ব দিয়েছিল যোগী সরকার। ২০১৯-এর ২৮ জুলাই রায়বেরিলি যাওয়ার পথে একটি ট্রাকের সঙ্গে মুখোমুখি ধাক্কায় গণধর্ষিতা ও তাঁর আইনজীবী যে গাড়িতে যাচ্ছিলেন, সেটি চুরমার হয়ে যায়। নিহত হন তরুণীর দুই আত্মীয়া। এরপর উন্নাও গণধর্ষণ নিয়ে

হাইকোর্টের নির্দেশ ছিল, এইমস চত্বরেই স্ট্রেচারে বিচারকের সামনে তরুণীকে নিয়ে গিয়ে বয়ান রেকর্ড করাতে হবে রুদ্ধদ্বার কক্ষে। বুধবার এইমসের এজলাসে বয়ান রেকর্ড করা হয় নির্যাতিতার। মামলায় মূল অভিযুক্ত বিজেপি থেকে বহিষ্কৃত বিধায়ক কুলদীপ সিং সেঙ্গার ও তার শাগরেদ শশী সিংকেও এজন্য তিহার জেল থেকে এইমসে নিয়ে আসা হয়।

ফের শোরগোল ওঠে। অভিযুক্ত সেঙ্গারের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির ফৌজদারি ষড়যন্ত্র, অপহরণ, ধর্ষণ ইত্যাদি বিভিন্ন ধারায় মামলা রুজু করা হয়।

মুমতাজ মহল পুনরুদ্ধার

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগের পক্ষ থেকে দিল্লির লালকেল্লার ঐতিহাসিক মুমতাজ মহল খুলে দেওয়া হল পর্যটকদের জন্য। প্রায় ১৬৩৯-৪৮ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ যমুনা নদীর তীরে লালকেল্লায় ৬ টি মহলবিশিষ্ট এই মোগল স্থাপত্য নির্মাণ করা হয়েছিল। এর প্রত্যেকটি মহলই একে অপরের সঙ্গে অভ্যন্তরীণ জলপথের মাধ্যমে যুক্ত। ব্রিটিশ সরকার ১৯১১ সালে সর্বপ্রথম পর্যটকদের জন্য এই মহল খুলে দেয় মিউজিয়াম হিসেবে। সূত্রের খবর, ভারতীয় সর্বেক্ষণ বিভাগ মোগল আমলের যাবতীয় বৈচিত্র্য অক্ষুণ্ণ রেখেই এই মিউজিয়ামকে এল ৫ ভবনে স্থানান্তরিত করেছে। মোগল আমলের বিভিন্ন পোশাক, বাসনপত্র, জ্যোতির্বিদ্যায় ব্যবহৃত বিভিন্ন যন্ত্র, বাহাদুর শাহ জাফরের ফরমান সহ একাধিক দুষ্প্রাপ্য সম্পদ এই মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। অক্টোবরের শেষে এই মিউজিয়ামটি পর্যটকদের জন্য খুলে দেওয়া হবে বলে জানা গিয়েছে। যদিও মুমতাজ মহলের মূল ভবনটি সেপ্টেম্বরের ৮ তারিখ থেকে খুলে দেওয়া হয়েছে।

‘নেহরু ভুল, প্যাটেল ঠিক’

আমেদাবাদ, ১১ সেপ্টেম্বর : দেশের প্রথম প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহরুর ভুল সিদ্ধান্তের ফলে কাশ্মীরের পরিস্থিতি জটিল হয়েছে। তৎকালীন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বল্লভভাই প্যাটেল এবিষয়ে যেসব পদক্ষেপ করতে চেয়েছিলেন, সেগুলি ঠিক ছিল। বুধবার কেন্দ্রীয় আইনমন্ত্রী রবিশংকর প্রসাদ একথা বলেছেন। দ্বিতীয় মোদি সরকারের ১০০ দিন পূর্তি উপলক্ষ্যে আমেদাবাদে তিনি বলেন, ‘কাশ্মীর ইশ্যুতে নেহরু ভুল ও প্যাটেল ঠিক ছিলেন। সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদের মাধ্যমে কাশ্মীরকে বিশেষ মর্যাদা দেওয়ার সিদ্ধান্ত একটি ঐতিহাসিক ভুল ছিল। নরেন্দ্র মোদি ক্ষমতায় আসার পর সেই ভুল শুধরে নেওয়া হয়েছে।’

দুই স্ত্রীর হাতে নিগৃহীত বিয়েপাগল

কোয়েম্বাটুর, ১১ সেপ্টেম্বর : তৃতীয় বিয়ে করতে গিয়ে যত গোল বাধল। গত সপ্তাহেই স্বামীর অপকর্মের কথা জানতে পেরে তার আরও দুই স্ত্রী তৎক্ষণাৎ ঠিক করেন তাকে শিক্ষা দেবেন। গত সোমবার ওই দুই মহিলা স্বামীকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য সোজা রাসিপালায়মে তার অফিসে চলে যান, সেখানে তাঁদের অফিসের ভিতরে ঢুকতে না দেওয়ায় তাঁরা বাইরেই অপেক্ষা করতে থাকেন। তাঁদের স্বামী বেরিয়ে এলে ওই মহিলারা তার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে টেনে নিয়ে এসে মারধর শুরু করেন বলে অভিযোগ। ২৬ বছর বয়সি এই যুবক ২০১৬ সালে প্রথম বিয়ে করে। বিয়ের পর থেকেই অত্যাচার শুরু হয় বলে অভিযোগ। সেটা সহ্য না করতে পেরে প্রথম স্ত্রী বাপের বাড়ি চলে যান। তারপর ওই যুবক ২০১৯ সালে ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে একজন ডিভোর্সীকে খুঁজে বিয়ে করেন। বিয়ের পর ওই ব্যক্তি পণের জন্য এই স্ত্রীকেও চাপ দিতে থাকেন। অতিষ্ঠ হয়ে দ্বিতীয় স্ত্রীও তাকে ছেড়ে চলে যান। এরপর গত সপ্তাহে এই দুজন মহিলা খবর পান যে তাঁদের স্বামী আবার একটি বিয়ে করার জন্য ম্যাট্রিমনিয়াল সাইটে পাত্রীর খোঁজ করছে। ওই দুই মহিলা সুলুর থানায় স্বামীর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করেন। পুলিশ এই ঘটনার তদন্ত করছে।

ফারুখ আবদুল্লা কোথায়
আদালতে জানতে চেয়ে ভাইকোর আর্জি

নয়াদিল্লি ও চেন্নাই, ১১ সেপ্টেম্বর : ন্যাশনাল কনফারেন্স নেতা ফারুখ আবদুল্লা এখন কোথায়? জানতে চেয়ে সুপ্রিমকোর্টে আবেদন করেছেন এমডিএমকে’র সাধারণ সম্পাদক ভাইকো। তাঁর দাবি, ১৫ সেপ্টেম্বর তিনি চেন্নাইয়ে এক সম্মেলনে ফারুখ আবদুল্লাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। ফারুখ অনুষ্ঠানে থাকার ব্যাপারে সম্মতি দেন। তবে গত ৫ অগাস্ট শ্রীনগরে আটক হওয়ার পর তাঁর সঙ্গে যোগাযোগ করা যাচ্ছে না। ভাইকো জানান, ফারুখকে যাতে চেন্নাইয়ে এসে সম্মেলনে যোগ দেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়, সেজন্য জম্মু-কাশ্মীর প্রশাসনকে তিনি চিঠি লিখেছিলেন। প্রশাসনের তরফে সাড়া না মেলায় কয়েকদিন ধরে তিনি ন্যাশনাল কনফারেন্স প্রধানের সঙ্গে কথা বলার চেষ্টা করেছেন। কিন্তু ফারুখকে কোথায় রাখা হয়েছে, সেব্যাপারে কিছু জানা যাচ্ছে না। এর পরেই ভাইকো শীর্ষ আদালতে ফারুখ আবদুল্লার অবস্থান জানতে চেয়ে মামলা করেন। আবেদনকারীর আইনজীবী জি আনন্দ শেলভম আদালতকে বলেছেন, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদ করার পর থেকে সরকার যেসব পদক্ষেপ করেছে সেগুলি পুরোপুরি বেআইনি এবং জীবনের নিরাপত্তা তথা ব্যক্তিস্বাধীনতার বিরোধী। ফারুখকে যেভাবে আটক করা হয়েছে, তা ভারতের মতো গণতান্ত্রিক দেশে মতপ্রকাশের স্বাধীনতাকে আঘাত করেছে। ৩৭০ অনুচ্ছেদ রদের পরেই কাশ্মীরের দুই প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লা ও মেহবুবা মুফতি, সিপিএম নেতা ইউসুফ তারিগামি, পিপলস মুভমেন্টের প্রধান শাহ ফৈজল, শেহলা রশিদকে আটক করা হয়েছে। কাশ্মীরের স্বতন্ত্র রাজ্যের মর্যাদা বাতিলের পর ফারুখ সংবাদমাধ্যমের কাছে ব্যাপক ক্ষোভপ্রকাশ করেছিলেন। তারপর থেকে আর তিনি প্রকাশ্যে আসেননি। ফারুখ আবদুল্লা বর্তমানে কোথায় রয়েছেন, রাজনৈতিক মহলে তা নিয়ে জল্পনা চলছে। সুপ্রিমকোর্টে ভাইকোর মামলা সেই জল্পনাকে আরও উসকে দিল বলে মনে করা হচ্ছে।

চিন্তিত চিদম্বরম

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : দুর্নীতির অভিযোগে তাঁকে তিহারে বন্দি করা হলেও দেশের অর্থনীতি নিয়ে তিনি যে মোদি সরকারকে ছেড়ে কথা বলবেন না, সেটা বুঝিয়ে দিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় অর্থমন্ত্রী পি চিদম্বরম। বুধবার টুইটারে তিনি লিখেছেন, ‘দেশের অর্থনীতি নিয়ে আমি অত্যন্ত চিন্তিত। গরিবরা সবথেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন। আয় কমছে। কাজ কমছে। ব্যবসায় মন্দা এবং লগ্নি নিম্নগামী হওয়ায় সবথেকে বেশি ক্ষতি হচ্ছে গরিব ও মধ্যবিত্ত মানুষগুলির। দেশের অর্থনীতিকে এই হতশ্রী দশা থেকে মুক্তি দেওয়ার জন্য কী পরিকল্পনা করা হয়েছে?’ আইএনএক্স মিডিয়া দুর্নীতিতে বর্তমানে তিহার জেলে বন্দি চিদম্বরম। যেদিন চিদম্বরমকে তিহারে নিয়ে যাওয়া হয়, সেদিনও তিনি দেশের অর্থনীতি নিয়ে চিন্তিত বলে জানিয়েছিলেন। তাঁর হয়ে পরিবারকে টুইট করার অনুমতিও দিয়েছেন দেশের প্রাক্তন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী।

ভয় দূর করতে উদ্যোগী কাশ্মীর প্রশাসন

শ্রীনগর, ১১ সেপ্টেম্বর : জম্মু ও কাশ্মীরে বিশেষ মর্যাদা বাতিল হয়ে যাওয়ায় জমি কেনাবেচায় আর আগের মতো নিষেধাজ্ঞা নেই। এই সুযোগে আশপাশের রাজ্যের বাসিন্দারা কাশ্মীরে জমি, বাড়ি কিনতে উৎসাহিত হয়ে উঠছেন। পাশাপাশি জমি-বাড়ি হারানোর আশঙ্কা দেখা দিয়েছে কাশ্মীরের স্থানীয় বাসিন্দাদের মনে। এই ভয় দূর করতে জম্মু ও কাশ্মীর প্রশাসন সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন দিয়ে রাজ্যবাসীকে আশ্বস্ত করে জানিয়েছে, সংবিধানের ৩৭০ অনুচ্ছেদ উঠে গেলেও রাজ্যবাসীর জমি, বাড়ি হারানোর কোনো ভয় নেই। জোর করে তাঁদের জমি-বাড়ি বিক্রি করাতে বাধ্য করা হবে না। অর্থাৎ বলপ্রয়োগ করে মালিকানায় বদল আনা হবে না। তবে যাঁরা স্বেচ্ছায় জমি, বাড়ি বিক্রি করতে চান, তাঁরা বর্তমানে বর্ধিত বাজার দরে মূল্য পাবেন। এখন দেশে এক সংবিধান। দেশের সর্বত্র এখন জমি ও বাড়ির দাম আকাশছোঁয়া। কাশ্মীরে কিন্তু এতদিন দাম সেভাবে বাড়েনি। বিশেষ মর্যাদা না থাকায় কাশ্মীরিরাও এখন চাইলে তাঁদের বসতবাড়ি বা জমি বেচে ভালো দাম পেতে পারেন। ৩৭০ অনুচ্ছেদের আওতায় থাকার জন্য জম্মু ও কাশ্মীরে শিক্ষা, স্বাস্থ্য, পর্যটনে কোনো বেসরকারি বিনিয়োগ হয়নি। গড়ে ওঠেনি কোনো শিল্প কারখানা। সাংবিধানিক বাধা উঠে যাওয়ায় বেসরকারি লগ্নির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে ভূস্বর্গে। বিজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়েছে, এর ফলে উজ্জ্বল হয়েছে শিল্প গড়ে ওঠার সম্ভাবনা।

গরমে পোষ্যের জন্য ঠাণ্ডা পানীয়। দিল্লিতে এএফপির তোলা ছবি।

ভিনধর্মের বিয়েকে সমর্থন সুপ্রিমকোর্টের

নয়াদিল্লি, ১১ সেপ্টেম্বর : ভিনজাত বা ভিনধর্মে বিয়েকে প্রগতিশীল বলে স্বাগত জানাল দেশের শীর্ষ আদালত। মিশ্র বিয়ের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করে বুধবার সুপ্রিমকোর্ট বলেছে, সমাজতন্ত্রের পক্ষে এটা সুখবর। সমাজ খোলামেলা হলে সামাজিক সংহতি বাড়বে। শক্ত হবে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি। ছত্তিশগড়ের একটি ভিনধর্মের বিয়েতে আপত্তি জানিয়ে দায়ের হওয়া মামলার শুনানিতে এই মন্তব্য করেছে শীর্ষ আদালত।

সম্প্রতি, ছত্তিশগড়ে এক হিন্দু মহিলাকে বিয়ে করার জন্য এক মুসলিম যুবক ধর্মান্তরিত হন। এতে আপত্তি জানিয়ে আদালতের দ্বারস্থ হয় ওই তরুণীর পরিবার। হাইকোর্টে সেই আবেদন খারিজ হওয়ায় তারা যায় সুপ্রিমকোর্টে। ওই মামলার শুনানিতে সুপ্রিমকোর্টের প্রবীণ বিচারপতি অরুণ মিশ্র এবং এম আর শাহের বেঞ্চের বক্তব্য, ‘ভিন্ন ধর্মমত বা ভিনজাতের বিয়েতে আমাদের কোনো আপত্তি নেই। হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিয়ের ক্ষেত্রেও আদালতের সমর্থন রয়েছে। আইনসম্মতভাবে বিয়ে হলে আপত্তি কীসের?’ বিচারপতি মিশ্র বলেন, ‘জাতপাতের বাধা সমাজ থেকে যত দূর হয়, ততই ভালো। তথাকথিত উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের বিয়েতে

সম্প্রীতি মজবুত হবে বলে মন্তব্য

উৎসাহ দেওয়া উচিত। এই ধরনের বিয়ে যত বাড়বে, ততই সমাজের মঙ্গল হবে। দেশ সমাজতন্ত্রের দিকে এগিয়ে চলবে।’ বেঞ্চ জানিয়েছে, আইনি বেড়াজালমুক্ত লিভ-ইন সম্পর্ককে আগেই স্বীকৃতি দিয়েছে আদালত। ফলে মিশ্র বিয়ে নিয়ে কোনো ওজর-আপত্তি থাকলেও তা খতিয়ে দেখার প্রয়োজন নেই। মূল ইশ্যু হল, দম্পতিরা ভালো ও সুরক্ষিত থাকছেন কি না। কোনো অবস্থাতেই যাতে মিশ্র দম্পতিদের অধিকার খর্ব না হয়, সেটা দেখা প্রশাসনের দায়িত্ব। এই ধরনের বিয়ের ফলে মহিলারা যাতে ক্ষতিগ্রস্ত না হন, সেটাও নিশ্চিত করতে হবে প্রশাসনকে। এই বিষয়ে অভিযোগ থাকলে তাতে আদালত অবশ্যই হস্তক্ষেপ করবে।

মিশ্র বিয়েকে বৈধতা দিয়ে ১৯৫৫ সালে স্পেশাল ম্যারেজ অ্যাক্ট চালু হলেও, এখনও ভিনধর্ম বা অসবর্ণ বিয়েতে বিতর্ক কিছু কম হয় না। এক যুগ আগে কলকাতার বস্ত্র ব্যবসায়ী পরিবারের মেয়ে প্রিয়াঙ্কা টোডিকে বিয়ে করার পর রহস্যজনক মৃত্যু হয়েছিল ২৩ বছরের তরুণ রিজওয়ানুর রহমানের। সেই মৃত্যুর প্রতিবাদে সেই সময় গর্জে উঠেছিল গোটা রাজ্য। যদিও পরে বিষয়টি ধামাচাপা পড়ে যায়। মিশ্র বিয়ের জেরে প্রায়ই পুলিশি বা সামাজিক হেনস্তার মুখে পড়তে হয় বহু দম্পতিকে। সংবাদমাধ্যমে শিরোনাম হয় সেসব ঘটনা। সামাজিক পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এই ধরনের বিয়ের সংখ্যা ক্রমশ বাড়তে থাকলেও ভারতীয় জনসমাজে এই ধরনের মিশ্র বিবাহ সম্পর্কে অস্বস্তি এখনও কাটেনি। মিশ্র বিয়ের বহু উদাহরণ রয়েছে বলিউড থেকে রাজনীতির জগতে। টাইগার পতৌদি-শর্মিলা ঠাকুর থেকে শুরু করে আমির খান-কিরণ রাও কিংবা হাল আমলের নুসরত জাহান-নিখিল জৈন, ইন্দিরা গান্ধি-ফিরোজ গান্ধি বহু মানুষই ধর্মীয় গোঁড়ামি ও কুসংস্কারের জাল কেটে সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে যৌথ জীবনযাপন করছেন।